بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ জুন, ২০১৮ মোতাবেক ২৯ এহসান ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত (জুমুআর) খুতবায় আমি হযরত আম্মার (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করছিলাম। তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু রেওয়ায়েত বাকি ছিল যা আজ বর্ণনা করব।

হযরত হাসান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত আমর বিন আস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যে ব্যক্তিকে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভালোবেসেছেন, আমি আশা করি, এমনটি কখনো হবে না যে; আল্লাহ্ তা'লা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মানুষজন বলল, আমরা দেখতাম মহানবী (সা.) তোমাকে ভালোবাসেন এবং তোমাকে গভর্নর নিযুক্ত করতেন। (একথা শুনে) হযরত আমর বিন আস (রা.) বলেন, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, তিনি (সা.) আমাকে ভালোবাসতেন নাকি আমার মনস্তুষ্টি করতেন। কিন্তু আমরা তাঁকে (সা.) একজনকে ভালোবাসতে দেখতাম। মানুষজন জিজ্ঞেস করল, সেই ব্যক্তি কে? হযরত আমর বিন আস (রা.) বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) হলেন সেই ব্যক্তি যাকে মহানবী (সা.) সব সময় ভালোবেসেছেন। একথা শুনে লোকেরা বলল, সিফফিনের যুদ্ধে তোমরাই তো তাকে শহীদ করেছিলে। (হযরত আমর বিন আস তখন আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষাবলম্বন করেছিলেন।) তখন হযরত আমর বিন আস বলেন, খোদার কসম! আমরাই তাকে হত্যা করেছিলাম।

আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে হযরত আমর বিন আস বলতেন, দু'জন সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যাদেরকে মহানবী (সা.) আমৃত্যু ভালোবেসেছেন আর তারা হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)। **[আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৯, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত]**

আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযম তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে যখন শহীদ করা হয় তখন আমর বিন হাযম, হযরত আমর বিন আস-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আম্মার (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছে আর আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, বিদ্রোহী গোষ্ঠি তাকে শহীদ করবে। তখন হযরত আমর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে দাঁড়ান এবং হযরত মুয়াবিয়ার কাছে যান। হযরত মুয়াবিয়া জিজ্ঞেস করেন, সবকিছু ঠিক আছে তো? তিনি বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া বলেন, আম্মারকে শহীদ করা হয়েছে তো কী হয়েছে? হযরত আমর বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, বিদ্রোহী গোষ্ঠি তাকে হত্যা করবে। একথা শুনে মুয়াবিয়া বলেন, আমরা কি তাকে শহীদ করেছি? তাকে তো হযরত আলী (রা.) এবং তার সঙ্গীরা হত্যা করিয়েছে যারা তাকে এনে আমাদের বর্শা বা তরবারির সামনে ঠেলে দিয়েছে। **{আল্ মুস্তাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৭৪, কিতাব মা'রেফাতিস সাহাবা, যিকরু মানাকেব আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), হাদীস নম্বর: ৫৭২৬, ১৯৯৭ সনে দ্বারুল হারামায়েন এর নাশরে ওয়াত্ তওযী থেকে মুদ্রিত}**

যাহোক, হযরত আমর বিন আস-এর মাঝে পুণ্য ছিল যে কারণে তার দুশ্চিন্তা হয় কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া এটিকে ততটা গুরুত্ব দেন নি। যাহোক, সাহাবীরা যখন কোন রেওয়ায়েত শুনতেন অথবা নিজেরাই কখনো মহানবী (সা.)-কে কোন বিষয়ে সতর্কবাণী বা শুভসংবাদ দিতে শুনতেন তখন তারা খুবই উদ্বিগ্ন হতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আম্মার (রা.) সম্পর্কে বলেন, তিনি আপাদমস্তক ঈমান বা বিশ্বাসে সমৃদ্ধ ছিলেন। **{ফাযায়েলে সাহাবা (রা.) আয ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এর অনুবাদ, পৃঃ ৫২০, ফাযায়েলে সৈয়্যদনা আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), অনুবাদক নাভীদ আহমদ বাশার, ২০১৬ সনে বুক কর্ণার প্রিন্টার্স পাবিলিকেশন হতে মুদ্রিত}**

হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর সকাশে উপস্থিত হলে হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, কাছে আসো। আম্মার ছাড়া এই বৈঠকে বসার অধিকার আপনার চেয়ে বেশি আর কারো নেই। হযরত খাব্বাব (রা.) এরপর হযরত উমর (রা.)-কে তার কোমরের বিভিন্ন আঘাতের চিহ্ন দেখাতে থাকেন, যা তাকে মুশরিকরা দিয়েছিল। **{সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুস সুন্নাহ্, বাব ফাযায়েলে খাব্বাব (রা.), হাদীস নম্বরঃ ১৫৩}**

হযরত উমর (রা.) তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছিলেন, কেননা তিনি প্রাথমিক যুগে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। আর একই সাথে হযরত আম্মার (রা.) সম্পর্কে বলেন, তিনিও অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন।

হযরত আম্মার (রা.) হযরত আলী (রা.)'র শাহাদত সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী–সংক্রান্ত একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, **যাতুল আশীরার যুদ্ধের** সময় আমি একবার হযরত আলী (রা.)'র সফরসঙ্গী ছিলাম। মহানবী (সা.) এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলে আমরা সেখানে বনু মুদলেজ গোত্রের কিছু মানুষকে দেখতে পাই। তারা তাদের বাগানের জলধারায় কাজ করছিল। হযরত আলী (রা.) আমাকে বলেন, চলো! এই লোকদের কাছে গিয়ে দেখি, তারা কীভাবে কাজ করে। অতএব আমরা তাদের কাছে চলে যাই এবং কিছুক্ষণ তাদের কাজ দেখি, এরপর আমাদের ঘুম পাওয়ায় আমি ও হযরত আলী (রা.) ফিরে আসি এবং একটি বাগানে মাটির ওপরেই শুয়ে পড়ি। খোদার কসম! মহানবী (সা.)ই এসে আমাদেরকে ঘুম থেকে তুলেন বা জাগান। তিনি আমাদের পায়ে ঝাঁকুনি দিচ্ছিলেন আর তখন আমরা ধূলিধূসরিত ছিলাম। সেদিন মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে আবু তুরাব! তার গায়ে যে ধূলোবালি লেগেছিল তা দেখে তিনি (সা.) তাকে আবু তুরাব বলেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না যারা মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি হতভাগা? আমরা বললাম, কেন নয় হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি (সা.) বললেন, একজন হলো সামুদ জাতির সেই রক্তিম শুভ্র ব্যক্তি যে উটের গোড়ালি কেঁটে দিয়েছিল আর হে আলী! দ্বিতীয়জন হলো সে ব্যক্তি যে তোমার মাথায় আঘাত করবে এবং তোমার দাড়িকে রক্তে রঞ্জিত করবে। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬১, হাদীস আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), হাদীস নম্বরঃ ১৮৫১১, ১৯৯৮ সনে বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে মুদ্রিত}**

আবু মিজলায বলেন, একবার হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) সংক্ষিপ্ত নামায পড়েন। কেউ তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর নামাযের (চেয়ে) আমি বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম করি নি। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬২, হাদীস আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), হাদীস নম্বরঃ ১৮৫১৪, ১৯৯৮ সনে বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে মুদ্রিত}**

এই ঘটনার একটি বিশদ বিবরণ এভাবেও পাওয়া যায়, আবু মিজলায এর বরাতেই বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) আমাদের খুবই সংক্ষিপ্ত নামায পড়ান, এতে লোকজন বিস্ময় প্রকাশ করে। (তখন) হযরত আম্মার (রা.) বলেন, আমি কি রুকূ এবং সিজদা পুরোপুরি করি নি? তারা বলল, কেন নয় (করেছেন তো।) হযরত আম্মার (রা.) বলেন, আমি এতে একটি দোয়া করেছি যা মহানবী (সা.) যাচনা করতেন আর সেই দোয়াটি হলো,

أَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَاءِكَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مَضَرَّةٍ وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ أَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّيْنَ*

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল তুমিই রাখ, আর গোটা সৃষ্টিকূলের ওপর তোমার শক্তিমত্তাই প্রাবল্য বিস্তার করে আছে, তোমার জ্ঞানে জীবিত থাকা যতদিন আমার জন্য কল্যাণকর তুমি আমাকে ততদিন জীবিত রাখ এবং তখন আমাকে মৃত্যু দাও যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি অদৃশ্যে ও প্রকাশ্যে তোমার ভীতি কামনা করি। (তোমার) অসন্তুষ্টি ও সন্তুষ্ট অবস্থায় আমি সত্য বলার শক্তি যাচনা করি এবং অসচ্ছল ও সচ্ছল অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বনের আর তোমার চেহারার প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে তাকানোর দৃষ্টিশক্তি এবং তোমার সাক্ষাতের আগ্রহ তোমার কাছে যাচনা করি। আর আমি কোন কষ্টদায়ক বিষয় ও পথভ্রষ্টকারী নৈরাজ্য থেকে তোমার আশ্রয়ে আসছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ঈমানের অনুপম সৌন্দর্যে সজ্জিত করো এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের জন্য আমাদেরকে পথপ্রদর্শক বানিয়ে দাও। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬২, হাদীস আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), হাদীস নম্বরঃ ১৮৫১৫, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত}**

এছাড়া এটিও রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) প্রত্যেক জুমুআয় মিম্বরে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতেন। **[আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৩, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)**

হারেস বিন সুওয়ায়েদ বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)'র কাছে হযরত আম্মার (রা)'র কুৎসা করে, অভিযোগ করে। হযরত আম্মার (রা.) এ কথা জানার পর দোয়ার জন্য হাত তুলেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তি যদি আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে তাহলে তুমি তাকে এ পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্য দান করো আর তার পরকালকে বিনষ্ট করে দাও। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}**

আবু নওফেল বিন আবী আকরাব বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) সবচেয়ে বেশি নির্লিপ্ত থাকতেন এবং সবচেয়ে কম কথা বলতেন। তিনি বলতেন, আমি নৈরাজ্য থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি ফিতনা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}**

খায়সামা বিন আবী সাবুরা বলেন, মদীনায় এসে আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যে, (তুমি) আমাকে কোন পুণ্যবান ব্যক্তির সাহচর্য দান করো। ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)'র সাহচর্য দান করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন জাতির লোক? আমি বললাম, আমি কূফার অধিবাসী, আমি জ্ঞান

ও কল্যাণ আহরণের জন্য (এখানে) এসেছি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, তোমাদের অঞ্চলে কি মুজাবুদ্ দা'ওয়া (অর্থাৎ যার দোয়া কবুল হয়) হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), মহানবী (সা.)-এর পানি ও জুতা বহনকারী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.), মহানবী (সা.)-এর গোপনীয়তা রক্ষাকারী হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) যার সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী ছিল, খোদা তা'লা তাকে শয়তান থেকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেন আর দু'টি ঐশীগ্রন্থ ইঞ্জিল ও কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হযরত সালমান (রা.) নেই? **{আল্ মুস্তাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৮১, কিতাব মা'রেফাতিস সাহাবা, যিকরু মানাকেব আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), হাদীস নম্বরঃ ৫৭৪৬, ১৯৯৭ সনে দ্বারুল হারামায়েন এর নাশরে ওয়াত্ তওযী থেকে মুদ্রিত}** তিনি (রা.) একথা বলেন যে, এসব লোক থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে তুমি কেন উপকৃত হও নি?

মুহাম্মদ বিন আলী বিন হানফিয়্যা বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন, তখন তিনি (সা.) অসুস্থ ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আম্মার (রা.)-কে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই **'দম'** শিখাব যা জিব্রাইল আমার ওপর করেছেন? হযরত আম্মার (রা.) বলেন, আমি বললাম– হে আল্লাহ্র রসূল! অবশ্যই শেখান। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) তখন তাকে এই দম শিখিয়ে দিলেন যে,

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করে তোমার (ওপর) দম করছি, আর আল্লাহ্ তোমাকে প্রত্যেক সেই রোগ থেকে আরোগ্য দান করুন যা তোমাকে কষ্ট দেয়, তুমি একে আঁকড়ে ধরো আর আনন্দিত হও। **{আল্ মুস্তাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৮১-৪৮২, কিতাব মা'রেফাতিস সাহাবা, যিকরু মানাকেব আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), হাদীস নম্বরঃ ৫৭৪৮, ১৯৯৭ সনে দ্বারুল হারামায়েন এর নাশরে ওয়াত্ তওযী থেকে মুদ্রিত}**

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন; জান্নাত হযরত আলী (রা.), হযরত আম্মার (রা.), হযরত সালমান (রা.) এবং হযরত বেলাল (রা.)'র জন্য অপেক্ষমান। **{আল্ ইস্তেয়াব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৩৮, আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), বৈরুতের দারুজ্ জিল থেকে ১৯৯২ সনে মুদ্রিত}**

হযরত হুযায়ফা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের মাঝে আমি কতদিন থাকব তা আমি জানি না। অতএব, আমার পরে তোমরা এসব লোকের আনুগত্য করবে,–(একথা বলে) তিনি (সা.) আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)'র প্রতি ইঙ্গিত করেন আর আম্মার (রা.)'র পন্থা অবলম্বন করবে এবং ইবনে মাসউদ (রা.) তোমাদেরকে যা কিছু বলবে তার সত্যায়ন করবে। **{সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আম্মার বিন ইয়াসের (রা.), হাদীস নম্বরঃ ৩৭৯৯}**

হযরত আম্মার (রা.)'র সম্পর্কেই গত সপ্তাহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তিনি নৈরাজ্যবাদীদের প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে যখন গভর্নর সম্পর্কে তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি (রা.) নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠির কাছে চলে যান ফলে পূর্ণরূপে তদন্ত হয় নি। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এক জায়গায় লিখেছেন, হযরত উসমান (রা.)'র বিরুদ্ধে যে নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেয় এবং খিলাফতের বিরুদ্ধে যেসব বিষয় উত্থাপিত হয় তা হওয়ার কারণ হলো তাদের সঠিক তরবীয়ত ছিল না এবং (তারা) খুব কম কেন্দ্রে আসত। তাদের পবিত্র কুরআনের জ্ঞানও খুব

স্বল্প ছিল এবং ধর্মের জ্ঞানও ছিল খুবই সীমিত ছিল। তাই তিনি তখন জামা'তকে নসীহত করে বলেন, এটি থেকে তোমাদের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। কাজেই, প্রধানত পবিত্র কুরআনের জ্ঞান অর্জন করো, কেন্দ্রের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করো এবং ধর্মের জ্ঞান অর্জন করো, ভবিষ্যতেও যদি জামা'তের মাঝে কোনো ধরনের নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেয় তাহলে তোমরা তা থেকে সব সময় নিরাপদ থাকতে পারো। **(আনওয়ারে খিলাফত, আনওয়ারুল উলূম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭১)**

অতএব, আমাদের সব সময় একথা স্মরণ রাখা উচিত। প্রত্যেকের জন্য কেন্দ্রে আসা সম্ভব নয় আর খিলাফতের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কও সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু একটি বিষয় অবশ্যই হতে পারে আর তা হলো ধর্মীয় জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান আহরণ করা। এটি এখন সবার জন্য সম্ভব এবং (সবার) নাগালের ভেতরে রয়েছে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে এমটিএ'র আদলে এমন একটি মাধ্যম দান করেছেন যার কল্যাণে আমরা চাইলে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারি। (কেননা) এতে পবিত্র কুরআনের দরস হয়, হাদীসের দরস হয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর দরস হয়, (এছাড়া) বিভিন্ন খুতবা, অন্যান্য বক্তৃতা এবং জলসা রয়েছে। কাজেই, অন্ততপক্ষে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি আমাদের নিজেদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এই মাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত করি তাহলে এটি তরবীয়তের একটি অতি উত্তম মাধ্যম হবে। খিলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (এটি) সকল প্রকার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকেও রক্ষা করে এবং ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি করে। এ জন্য জামা'তের সদস্যদেরকে এদিকে অনেক বেশি দৃষ্টি দেয়া উচিত। তারা যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত এমটিএ রূপি এই মাধ্যমের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে।

হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দিল মুনযের (রা.) হলেন আরেকজন সাহাবী, সংক্ষেপে তারও কিছুটা স্মৃতিচারণ করব। হযরত আবু লুবাবা (রা.)'র নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তার নাম **বশীর**। ইবনে ইসহাকের মতে তার নাম হলো **রাফাআ**। আল্লামা যামাখশারী তার নাম লিখেছেন **মারওয়ান**। যাহোক তিনি আনসারের আওস গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং বারো জন নকীব বা সর্দারের একজন ছিলেন এছাড়া তিনি বয়আতে উকবায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বদরের যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় নিজের অবর্তমানে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরত্বে রাওহা নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি (সা.) খুব সম্ভব এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, আব্দুল্লাহ্ একজন অন্ধ মানুষ আর কুরাইশ সেনাদের আগমন বার্তার দাবি ছিল তাঁর (সা.) অবর্তমানে মদীনার ব্যবস্থাপনাও যেন দৃঢ় থাকে, তাই তিনি আবু লুবাবা বিন মুনযের (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে ফেরত পাঠান আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.) সম্পর্কে নির্দেশ দেন, তিনি শুধু নামাযের ইমামতি করবেন কিন্তু প্রশাসনিক কাজ করবেন হযরত আবু লুবাবা (রা.)। **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম. এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ৩৫৪}** যাহোক, এভাবে তিনি মাঝ পথ থেকে ফিরে যান।

ইবনে ইসহাক বলেন, **"মহানবী (সা.) তার জন্য মালে গণিমতে অংশ নির্ধারণ করেন।"** **[আল্ ইসাবাতু ফি তামীযিস্ সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৯০, আবু লুবাবা বিন আব্দিল মুনযের (রা.), বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যা হতে ১৯৯৫ সনে মুদ্রিত]**

বদরের যুদ্ধে যাওয়ার পথে মহানবী (সা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবু লুবাবা (রা.) (এই) তিনজন পালাক্রমে উটে আরোহণ করতেন। হযরত আলী এবং হযরত আবু লুবাবা (রা.) একান্ত অনুনয় বিনয় করে বলেন, আমরা পায়ে হেঁটে যাই আর হুযূর বাহনে বসে থাকুন। কিন্তু মহানবী (সা.) তা মানেন নি বরং মুচকি হেসে বলেন, হাঁটার ক্ষেত্রে তোমরা দুজন আমার চেয়ে বেশি সামর্থ্যবান নও আর পুরস্কার বা প্রতিদানের বিষয়েও আমি তোমাদের উভয়ের চেয়ে কম আকাঙ্ক্ষী নই। **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম. এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ৩৫৩}, (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫-১৬, গযওয়ায়ে বদর, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)**

বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) মদীনাবাসীকে শুভসংবাদ দেয়ার জন্য হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত যায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর উটে চড়ে এসেছিলেন। তিনি যখন মুসাল্লায় (নামাযের জায়গায়) পৌঁছেন তখন তিনি তাঁর বাহনে বসেই উচ্চস্বরে বলেন, রবীয়ার উভয়পুত্র উতবা ও শায়বা, হাজ্জাজের উভয়পুত্র আবু জাহল ও আবুল বাখতারী, জামআ বিনুল আসওয়াদ, উমাইয়া বিন খালফ, এরা সবাই নিহত হয়েছে আর সুহায়েল বিন আমর এবং আরো অনেককেই বন্দী করা হয়েছে। লোকেরা যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র কথা বিশ্বাস করছিল না বরং বলছিল, যায়েদ পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে! এ কথাটি মুসলমানদেরকে রাগান্বিত করে তুলে। (মুনাফিক ও বিরোধীরা এমন কথা বলত) আসলে তারা নিজেরাই ভীতত্রস্ত হয়ে পড়ে (তাই তারা এমন কথা বলে।) মুনাফিকদের মধ্য হতে একজন হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে বলে, তোমাদের মনিব এবং তাঁর সাথে যারা গিয়েছিল তারা সবাই নিহত হয়েছে। একজন হযরত আবু লুবাবা (রা.)-কে বলে, তোমার সাথিরা এমনভাবে ছত্রভঙ্গ হয়েছে যে, তারা আর কখনোই একত্রিত হবে না আর স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরা শাহাদত বরণ করেছে আর এটি তাঁর (সা.) উটনী, আমরা এটিকে চিনি। বিরুদ্ধবাদীরা বলতে আরম্ভ করে, ভয়ের কারণে যায়েদ কী থেকে কী বলছে তা সে নিজেই তা জানে না আর সে পরাজিত হয়েই ফিরে এসেছে। হযরত আবু লুবাবা (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবেন। ইহুদীরাও একথাই বলছিল যে, যায়েদ (রা.) ব্যর্থ, বিফল ও পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বলেন, আমি আমার পিতাকে একান্তে জিজ্ঞেস করি যে, আব্বা! আপনি যা বলছেন তা কি সত্য? হযরত যায়েদ বলেন, হে আমার পুত্র খোদার কসম! আমি যা বলছি তা সত্য। হযরত উসামা (রা.) বলেন, একথা শুনে আমার হৃদয় দৃঢ়তা লাভ করে। **(কিতাবুল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪, বদরুল কিতাল, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে ২০০৪ সনে মুদ্রিত)**

হযরত আবু লুবাবা (রা.)'র সরলতা এবং রসূল (সা.)-এর জন্য আত্মনিবেদনের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, পঞ্চম হিজরীতে মহানবী (সা.) পরিখার যুদ্ধ শেষে শহরে ফিরে এসে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রেখে গোসল ইত্যাদি শেষ করতে না করতেই খোদার পক্ষ থেকে তাঁকে দিব্যদর্শনে বলা হয়, বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর অস্ত্র নামিয়ে রাখা উচিত নয়। তিনি (সা.) সাহাবীদের মাঝে ঘোষণা করে দেন, সবাই বনু কুরাইযার দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করো আর আসরের নামাযও সেখানে গিয়েই পড়া হবে। যদিও প্রথম দিকে ইহুদীরা চরম ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতে থাকে

কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তারা তাদের অবরোধের কঠোরতা এবং নিজেদের অসহায়ত্ব অনুভব করতে আরম্ভ করে। (মুসলমানরা তাদের দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল।) অবশেষে তারা করণীয় সম্পর্কে নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে। (যাহোক) তারা এই প্রস্তাব দেয় যে, এমন কোন মুসলমানকে তাদের দুর্গে ডেকে পাঠাবে যে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং নিজের সরলতার কারণে সে তাদের প্রতারণার ফাঁদেও পা দিতে পারে। আর তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করতে হবে যে, তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর কী ইচ্ছা বা অভিপ্রায়? যাতে তারা সে অনুসারে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে। তাই তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে একজন দূত পাঠিয়ে নিবেদন করে, আবু লুবাবা বিন মুনযের আনসারী (রা.)-কে যেন তাদের দুর্গে প্রেরণ করা হয়, যেন তারা তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। তিনি (সা.) আবু লুবাবা (রা.)-কে অনুমতি দেন আর তিনি তাদের দুর্গে চলে যান। এদিকে বনু কুরাইযার নেতৃবৃন্দরা এই পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে, আবু লুবাবা (রা.) দুর্গে প্রবেশ করতেই সব ইহুদী মহিলা ও শিশুরা আহাজারি করতে করতে তার কাছে সমবেত হবে এবং তার হৃদয়ে তাদের দুঃখকষ্ট ও সমস্যার পূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। অতএব, আবু লুবাবা (রা.)'র ওপর তাদের ষড়যন্ত্র কার্যকরী হয় আর তারা বলে, হে আবু লুবাবা! তুমি আমাদের কী অবস্থা দেখছ? মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্তে আমরা কি আমাদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাব?– (তখন) আবু লুবাবা (রা.) অবলীলায় বলেন, হ্যাঁ, বেরিয়ে যাও। কিন্তু একই সাথে তিনি নিজের গলায় হাত দিয়ে এই ইশারা করেন যে, মহানবী (সা.) তোমাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিবেন। হযরত আবু লুবাবা (রা.) বলেন, যখন মনে হলো যে, আমি খোদা এবং তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি (অথবা যে ইঙ্গিত করেছি তা ভুলভাবে করেছি) তখন আমার পা কাঁপতে আরম্ভ করে। সেখান থেকে তিনি মসজিদে নববীতে আসেন {আবু লুবাবা (রা.) মসজিদে নববীতে আসেন} এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে নিজেই নিজেকে বেঁধে ফেলেন (অর্থাৎ এটিই আমার শাস্তি।) আর বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা আমার তওবা কবুল না করবেন এভাবেই আমি বাঁধা থাকব। হযরত আবু লুবাবা (রা.) বলেন, আমার বনু কুরাইযার (দুর্গে) যাওয়া এবং সেখানে আমি যা কিছু করেছি সেই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি (সা.) বলেন, তার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দাও। সে যদি আমার কাছে আসত তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। (কিন্তু) সে যেহেতু আমার কাছে না এসে চলে গেছে তাই তাকে যেতে দাও। হযরত আবু লুবাবা (রা.) বলেন, আমি ১৫ দিন পর্যন্ত এ পরীক্ষায় নিপতিত থাকি। তিনি বলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম আর আমি তা স্মরণ করছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখি, আমরা বনু কুরাইযার (দুর্গ) অবরোধ করে রেখেছি আর মনে হচ্ছিল আমি যেন দুর্গন্ধযুক্ত কাদায় আটকে আছি। তা থেকে আমি বের হতে পারছি না আর এর দুর্গন্ধে আমার প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয়। এরপর আমি একটি স্রোতস্বিনী নদী দেখি, এরপর দেখি তাতে আমি গোসল করছি, এমনকি আমি নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি, আর তখন আমি সুগন্ধ পাচ্ছিলাম। তিনি এর ব্যাখ্যা জানার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে যান। হযরত আবু বকর (রা.) এর যে ব্যাখ্যা করেন তা হলো, তুমি এমন বিষয়ের সম্মুখীন হবে যার কারণে তুমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে, এরপর তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করা হবে। হযরত আবু লুবাবা (রা.) বলেন, আমি বাঁধা অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)'র কথা স্মরণ করতাম আর

প্রত্যাশা করতাম, আমার তওবা গ্রহণ করা হবে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, আবু লুবাবা (রা.)'র তওবা গৃহীত হওয়ার সংবাদ আমার গৃহে অবতীর্ণ হয় (মহানবী (সা.)-এর প্রতি এ-সংক্রান্ত ওহী তখন অবতীর্ণ হয়) তিনি বলেন, প্রভাতে আমি মহানবী (সা.)-কে মুচকি হাসতে দেখি। আমি নিবেদন করি, খোদা তা'লা আপনাকে সব সময় হাস্যোৎফুল্ল রাখুন, আপনি কেন হাসছেন? মহানবী (সা.) বলেন, আবু লুবাবা (রা.)'র তওবা গৃহীত হয়েছে। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি কি তাকে অবহিত করব? তিনি (সা.) বলেন, তুমি চাইলে অবহিত করো। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, আমি হুজরা বা কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, (এটি পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের কথা) হে আবু লুবাবা (রা.)! আনন্দিত হোন, খোদা আপনার প্রতি কৃপাভরে আপনার তওবা গ্রহণ করেছেন। মানুষজন ছুটে এসে আবু লুবাবা (রা.)'র বাঁধন খুলতে আরম্ভ করে কিন্তু তিনি বলেন, না, মহানবী (সা.)ই আমার বাঁধন খুলবেন। মহানবী (সা.) ফজরের নামায পড়তে গিয়ে নিজের পবিত্র হাতে তার বাঁধন খুলে দেন। হযরত আবু লুবাবা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আমি আমার পৈত্রিক বাড়িটি (আল্লাহ্‌র জন্য) দিয়ে দিচ্ছি, যেখানে আমার দ্বারা এই পাপ সংঘঠিত হয়েছে। আমার দ্বারা এটি অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে, তাই আমি আমার ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করছি এবং আমার সহায়সম্পত্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের পথে দান করছি। মহানবী (সা.) বলেন, কেবল এক তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করো। হযরত আবু লুবাবা (রা.) এক তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করেন এবং নিজ পৈত্রিক নিবাস (আল্লাহ্‌র জন্য) ছেড়ে দেন। **{হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম. এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃঃ ৫৯৭-৫৯৯}, {উসদুদ গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬১-২৬২, আবু লবাবা (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়া থেকে মুদ্রিত, কিতাবুল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১-১২, গযওয়ায়ে বনী কুরাইযা, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়া থেকে ২০০৪ সালে মুদ্রিত}**

এই বিবরণ ছাড়াও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ ঘটনার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, বনু কুরাইযার বিষয়টি নিষ্পত্তির দাবি রাখত। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা উপেক্ষা করার মতো ছিল না। মহানবী (সা.) ফিরে এসেই তাঁর সাহাবীদের বলেন, বাড়িতে বিশ্রাম কোরো না বরং সন্ধ্যার পূর্বেই বনু কুরাইযার দুর্গে গিয়ে উপস্থিত হও। এরপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বনু কুরাইযার কাছে প্রেরণ করান যেন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কেন তারা চুক্তি বিরোধী এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? (তারা মাঝ পথে পিছন থেকে চলে গিয়েছিল) কোথায় বনু কুরাইযা লজ্জিত হবে বা ক্ষমা চাইবে অথবা কোন অজুহাত দেখাবে, তা না করে তারা হযরত আলী (রা.) এবং তার সাথিদের গালমন্দ করতে আরম্ভ করে আর মহানবী (সা.) এবং তাঁর পরিবারের মহিলাদের গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে আর বলে, মুহাম্মদ (সা.) কে তা আমরা জানি না। তাঁর সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই। হযরত আলী (রা.) তাদের এই উত্তর নিয়ে ফিরে আসেন। ততক্ষণে মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে নিয়ে ইহুদীদের দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ইহুদীরা যেহেতু নোংরা গালিগালাজ করছিল এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের ও কন্যাদের সম্পর্কে অপলাপ করছিল। তাই হযরত আলী (রা.) ভাবেন, এসব কথা শুনে মহানবী (সা.) কষ্ট পাবেন, তাই তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কেন কষ্ট করছেন, আমরাই এই যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট; আপনি ফিরে যান। মহানবী (সা.) বলেন, আমি জানি

তারা গালাগালি করছে আর তুমি চাও না, আমার কানে সেসব গালি পৌঁছাক। হযরত আলী (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি ঠিকই বলেছেন, বিষয়টি এমনই। মহানবী (সা.) বলেন, তারা যদি গালি দেয় তাতে সমস্যা কী? মূসা (আ.) তাদের নিজেদের নবী ছিলেন, তাঁকে তারা এর চেয়েও বেশি কষ্ট দিয়েছিল। একথা বলে তিনি ইহুদীদের দুর্গ অভিমুখে এগিয়ে যান। কিন্তু ইহুদীরা দরজা বন্ধ করে দুর্গে আবদ্ধ হয়ে যায় আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে, এমনকি তাদের মহিলারাও যুদ্ধে যোগ দেয়। দুর্গের প্রাচীরের ছায়ায় কিছু মুসলমান বসে ছিল, এক ইহুদী মহিলা ওপর থেকে পাথর ফেলে এক মুসলমানকে হত্যা করে। কিন্তু কিছু দিনের অবরোধের পর ইহুদীরা বুঝতে পারে, দীর্ঘ দিন তারা প্রতিরোধ করতে পারবে না। তখন তাদের নেতারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, তিনি যেন আবু লুবাবা (রা.) আনসারীকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন, যিনি তাদের মিত্র অওস গোত্রের নেতা ছিলেন, যাতে করে তারা তার সাথে পরামর্শ করতে পারে। তিনি (সা.) আবু লুবাবা (রা.)-কে পাঠিয়ে দেন। ইহুদীরা তার কাছে পরামর্শ চেয়ে বলে 'সিদ্ধান্ত আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তোমরা অস্ত্র সমর্পণ করো' মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই প্রস্তাব কি আমরা মেনে নিব? আবু লুবাবা (রা.) মুখে হ্যাঁ বললেও নিজের গলায় এমনভাবে হাত ফেরান যেভাবে হত্যার সংকেত দেয়া হয়। মহানবী (সা.) তখনো পর্যন্ত তাঁর কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নি কিন্তু আবু লুবাবা (রা.) মনে মনে ভাবেন, তাদের অপরাধের শাস্তি হত্যা ছাড়া আর কী হবে? তাই অগ্রপশ্চাত না ভেবে ইঙ্গিতে একটি কথা বলে বসেন যা অবশেষে তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। অতএব, ইহুদীরা মহানবী (সা.)-এর সাথে সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা যদি মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিত তাহলে অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় তাদেরকে সর্বোচ্চ মদীনা থেকে দেশান্তরের শাস্তিই দেয়া হতো। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য ছিল, তাই তারা বলে, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মানার জন্য প্রস্তুত নই বরং আমরা আমাদের মিত্র অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তিনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন আমরা তা মেনে নিব। কিন্তু তখন ইহুদীদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। ইহুদীদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলে, আমাদের জাতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর মুসলমানদের আচরণে প্রমাণিত হয় যে, তাদের ধর্ম সত্য। (তাই) তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সেই জাতির নেতাদের একজন আমর বিন সা'দী নিজের জাতিকে ভর্ৎসনা করে এবং বলে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। অতএব, হয় এখন তোমরা মুসলমান হয়ে যাও অথবা কর দিতে সম্মত হয়ে যাও। ইহুদীরা বলে মুসলমানও হবো না আর করও দিবো না, এর চেয়ে নিহত হওয়াও শ্রেয়। তখন সে তাদেরকে সম্বোধন করে বলে, তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। একথা বলেই সে দুর্গ থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে যায়। যখন সে দুর্গ থেকে বের হচ্ছিল তখন মুসলমানদের একটি দল তাকে দেখে ফেলে যাদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)। (এবং) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি কে? সে বলে, আমি অমুক। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, **'আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনী ইকালাতা আসারাতিল কিরামে'** অর্থাৎ নিরাপদে চলে যান। এরপর আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! ভদ্র লোকদের ভুলভ্রান্তি ঢেকে রাখার মত পুণ্যকর্ম থেকে আমাকে কখনো বঞ্চিত করো না। অর্থাৎ এই ব্যক্তি যেহেতু নিজের কর্ম এবং জাতির কর্মের জন্য অনুশোচনা করছে তাই আমাদেরও নৈতিক দায়িত্ব হলো, তাকে ক্ষমা

করা। তাই আমি তাকে আটক করি নি বরং যেতে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সব সময় এমন সৎকর্ম করার তৌফিক দিতে থাকুন। এই ঘটনা জানার পর মহানবী (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে এই বলে ভর্ৎসনা করেন নি যে, কেন তিনি এই ইহুদীকে ছেড়ে দিলেন? বরং {তিনি (সা.)} তার কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৮২-২৮৪)**

মহানবী (সা.) সম্পর্কে বিভিন্ন অপলাপ করে বলা হয়, তিনি (সা.) নিপীড়ন ও নির্যাতন করেছেন, ইহুদী গোত্রকে হত্যা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল। মহানবী (সা.)-এর হাতে সিদ্ধান্ত করানোর পরিবর্তে তারা তাদের (পছন্দের) একজন নেতা অর্থাৎ অন্য গোত্রের সর্দার যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার হাতে সিদ্ধান্ত করিয়েছে আর এই সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুসারে। যাহোক, মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের বিরুদ্ধে এমন কোন আপত্তির সুযোগ নেই যে, তারা কোন যুলুম বা অন্যায় করেছেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ লিখেছেন, একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, কায়নুকার যুদ্ধ এবং সাভিকের যুদ্ধের সময়ও হযরত আবু লুবাবা (রা.) মদীনায় মহানবী (সা.)-এর নায়েব বা সহকারী হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২, বাব গযওয়া কায়নুকা ও গযওয়ায়ে সাভিক, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)**

হযরত আবু লুবাবা (রা.) মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে একই বাহনে ছিলেন। আনসারের গোত্র আমর বিন অওফের পতাকা তার হাতে ছিল। হযরত আবু লুবাবা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯, ওয়া আখুহুমা আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযের (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)**

তার মৃত্যু সম্পর্কে কারো কারো মত হলো, হযরত আবু লুবাবা (রা.) হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। আরেক মতে, পঞ্চাশ হিজরীর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। **[আল্ ইসাবাতু ফি তামীযিস্ সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৯০, আবু লুবাবা বিন আব্দিল মুনযের (রা.), বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যা হতে ১৯৯৫ সনে মুদ্রিত]**

সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন, হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযের (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) জুমুআর দিন বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন আর বলেন, **'আল্লাহুম্মাসকিনা, আল্লাহুম্মাসকিনা, আল্লাহুম্মাসকিনা'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করো, হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করো, হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করো। (এরপর) হযরত আবু লুবাবা (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! বাগানে ফল রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আকাশে আমরা কোন মেঘ দেখতে পাচ্ছিলাম না (তখন) মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি তুমি এমনভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করো যেন আবু লুবাবা (রা.) কে খালি গায়ে তার কাপড় দিয়ে স্বীয় গোলার পানির ছিদ্র বন্ধ করতে হয়। দোয়ার পর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হয়। মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি শুরু হয়, তখন মহানবী (সা.) নামায পড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আনসাররা হযরত আবু লুবাবা (রা.)'র কাছে এসে বলে, হে আবু লুবাবা! আল্লাহ্র কসম এই বৃষ্টি ততক্ষণ পর্যন্ত থামবে না যতক্ষণ তুমি মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে খালি গায়ে নিজের গোলা থেকে পানি বের হওয়ার রাস্তা নিজের কাপড় দিয়ে

বন্ধ না করবে। অতএব, হযরত আবু লুবাবা (রা.) তার কাপড় দ্বারা পানি বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করার জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার পর বৃষ্টি বন্ধ হয়। **(আস্ সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫০০, কিতাব সালাতুল্ ইসতিস্কা বাবুল ইসতিস্কা বেগাইরে সালাত ওয়া ইয়াওমুল জুমুআতে আলাল মিম্বারে, হাদীস নম্বরঃ ৬৫৩০, বৈরুতের আর্ রুশদ ছাপাখানা হতে ২০০৪ সনে মুদ্রিত)**

হযরত আবু লুবাবা (রা.) তার দৌহিত্র হযরত আব্দুর রহমান বিন যায়েদকে {যিনি হযরত উমর (রা.)'র ভাতুষ্পুত্র ছিলেন একটি খেজুরের বাখলে আবৃত করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আবু লুবাবা! তোমার কাছে এটি কী? হযরত আবু লুবাবা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার দৌহিত্র, আমি এর মত দুর্বল নবজাতক কখনোই দেখি নি। মহানবী (সা.) সেই নবজাতককে কোলে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলান এবং দোয়া করেন। এই দোয়ার কল্যাণে আব্দুর রহমান বিন যায়েদ যখন মানুষের সাথে এক সারিতে দাঁড়াত তখন তাকে সবার চেয়ে লম্বা দেখাত। হযরত উমর (রা.) তার মেয়ে ফাতেমার সাথে তার বিয়ে দেন, যিনি হযরত উম্মে কুলসুমের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উম্মে কুলসুম হযরত আলী এবং ফাতেমার কন্যা ছিলেন। **{আমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৪৬, ফাসলু ফী যিকরে আসলাফিহি (সা.) মিন কাবলে হাফসাতা, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯৯ সনে মুদ্রিত}**

হযরত আনাস বিন মালেক বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে দু'জনের বাড়ি সবচেয়ে দূরে ছিল, একজন হলেন হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযের (রা.)। তার বাড়ি ছিল কুব্বায়। আরেকজন হলেন হযরত আবু আব্‌স বিন জাবর (রা.)। তিনি বনু হারেসা গোত্রে বসবাস করতেন। তারা উভয়েই আসরের নামায মহানবী (সা.)-এর সাথে পড়ার জন্য আসতেন। **{আল্ মুস্তাদরেক আলাস্ সহীহাঈন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৯, কিতাব আস্ সালাত, বাব মাওয়াকিতুস্ সালাত, হাদীস নম্বরঃ ৭০৩, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে ২০০২ সনে মুদ্রিত}**

অতএব এই ছিল সেসব সাহাবীর জীবনালেখ্য। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করতে থাকুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি দু'জনের জানাযা পড়াব। একটি হলো হাযের জানাযা এবং অপরটি গায়েবানা জানাযা।

গায়েবানা জানাযা হলো, লাহোরের সরোবা গার্ডেন নিবাসী শহীদ মুকার্‌রম কাজী শাবান আহমদ খান সাহেবের। কাজী মুহাম্মদ সোলায়মান সাহেবের পুত্র কাজী শাবান আহমদ সোলায়মান খান সাহেবকে ২০১৮ সনের ২৫ জুন তারিখে বিরোধীরা তার বাড়িতে ঢুকে গুলি করে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। (তখন) তার বয়স ছিল ৪৭ বছর। বিবরণ অনুসারে ২৫ জুন রাতে মুখোশধারী দু'ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে। কাজী সাহেব এবং তার স্ত্রী এক কক্ষে ছিলেন আর তার কন্যারা অন্য কক্ষে ছিল। কাজী সাহেবের স্ত্রী গোসলখানায় ছিলেন। তিনি যখন সেখান থেকে বের হন তখন বাইরে দু'জন মুখোশধারী ব্যক্তি ছিল। মুখোশধারী ব্যক্তিদের একজন কাজী সাহেবের স্ত্রীর মাথায় পিস্তল ধরে আর তাকে অন্য কক্ষে নিয়ে যায় যেখানে তার মেয়েরা ছিল। দ্বিতীয়জন কাজী সাহেবের কক্ষেই ছিল, সে কাজী সাহেবের পেটে তিনবার গুলি করে যার ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

শহীদ মরহুম ২০০১ সনে তার এক বন্ধু মুহাম্মদ ইকবাল সাহেবের মাধ্যমে সপরিবারে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। কাজী সাহেব (কাশ্মীরের) মুজাফ্‌ফরাবাদের অধিবাসী ছিলেন।

২০০১ সনে তিনি লাহোরের সরোবা গার্ডেনের নিশতার কলোনীতে স্থানান্তরিত হন। এর কিছুকাল পূর্বে লাহোরের টাউন শিপেও তিনি বসবাস করেন। কাজী শাবান সাহেব প্রতিবন্ধি শিশুদের স্কুল পরিচালনা করতেন। তার বাসস্থান ছিল স্কুলের ওপরের তলায়। আজকাল তার বাড়ির নিচতলায় স্কুলের নির্মাণ কাজ চলছিল। শাটারিং হচ্ছিল আর এই শাটারিং-এর পিছনেই আগে থেকে এসে এই মুখোশধারীরা আত্মগোপন করে ছিল এবং পরে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে।

শহীদ মরহুম বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। বয়আতের পর মুকাররম কাজী সাহেব খুবই নিষ্ঠাবান এবং পুণ্যবান প্রমাণিত হন। খিলাফতের প্রতি গভীর ও অগাধ ভালোবাসা ছিল। এমটিএ দেখার জন্য শহীদ মরহুম বাড়িতে ডিস এন্টেনা লাগিয়ে রেখেছিলেন যেন নিজেকে এবং পরিবার পরিজনকেও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে পারেন। বিভিন্ন খাতের চাঁদা এবং অন্যান্য আর্থিক কুরবানীতে তিনি উৎসাহের সাথে অংশ নিতেন। হালকা প্রেসিডেন্টের আমেলায় সেক্রেটারী অডিও ভিডিও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আর মানুষের ডিস এন্টেনাও বিনামূল্যে ঠিক করে দিতেন। কাজী সাহেবের বিয়ে হয়েছিল তার কাজিনের সাথে। উভয় পরিবারে শুধুমাত্র তিনি এবং তার স্ত্রী ও সন্তানরা আহমদী ছিল। পরিবারের অন্য সদস্যরা তার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তার বিরোধী হয়ে যায়। কয়েক মাস পূর্বে কাজী সাহেবের শ্যালক তাদের বাড়িতে আসে এবং বলে, আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমরা মির্যায়ী বা কাদিয়ানী হয়ে গেছো, এরই ফাঁকে তার চোখ ছাদে লাগানো ডিস এন্টিনার ওপর পড়ে আর সে সেটি ভাঙতে আরম্ভ করে। কাজী সাহেব বাধা দিলে তাদের মাঝে তিক্ত বাক্য বিনিময় হয়। যাহোক, তার শ্যালক তার বোনকে বলে, তোমার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, তাই তুমি আমার সাথে চলো; কেননা তোমার স্বামী মির্যায়ী হয়ে গেছে। তখন মরহুম কাজী সাহেবের স্ত্রী তার ভাইকে বলেন, আমি নিজেও আহমদী এবং মুসলমান আর কাজী সাহেবকেও আমি মুসলমান মনে করি। আমি তোমার সাথে কোথাও যাব না। মরহুমের স্ত্রী বলেন, বিরোধীদের পক্ষ থেকে শহীদ মরহুমকে হুমকি ধামকি দেয়া হচ্ছিল, যে কারণে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন আর কিছু দিন ধরে নীরব ছিলেন, ঘর থেকে কমই বাহিরে বের হতেন। শহীদ মরহুম কাজী সাহেব তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে সর্বপ্রথম হালকার প্রেসিডেন্ট সাহেবকে অবহিত করবে। অতএব শাহাদতের ঘটনার পর তিনি তা-ই করেছেন। তিনি জামা'তের কর্মকর্তাদের অবহিত করেন এবং পরম অবিচলতা প্রদর্শন করেন। যদিও তার অ–আহমদী আত্মীয়স্বজনও এসেছিলো কিন্তু মরহুমের স্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, আহমদীরাই জানাযার নামায পড়বে এবং তারাই দাফন করবে। কাজী সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনে তার কয়েকজন অ-আহমদী আত্মীয় বায়তুন নূর মসজিদেও এসেছিল, কিন্তু তারা জানাযার নামায পড়ে নি। কাজী সাহেবের স্ত্রী এবং কন্যারাও মৃতদেহের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়।

শহীদ মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে যাদের রেখে গেছেন তারা হলেন, তার স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শেহনাজ শাবান সাহেবা, বয়স ৪০ বছর। আর তিন কন্যা স্নেহের কিরণ, বয়স ১৯ বছর, সিদরা শাবান, বয়স ১৮ বছর এবং মালায়েকা, যার বয়স ১১ বছর। এই তিন কন্যাই পোলিওর কারণে কিছুটা প্রতিবন্ধি, খোদা তা'লা স্বয়ং তাদের সবার তত্ত্বাবধায়ক হোন এবং

সকল দুশ্চিন্তা থেকে তাদের নিরাপদ রাখুন এবং কাজী সাহেবের পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন।

দ্বিতীয়টি হাযের জানাযা। এটি শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাই বেগম সাহেবার জানাযা। তার পিতার নাম শেঠ মুহাম্মদ গওস সাহেব। গত ২৩ জুন তিনি একশ বছরের অধিক বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা শেঠ মুহাম্মদ গওস সাহেবের দু'টি বিশেষত্ব ছিল। একটি হলো- যদিও তিনি সাহাবী ছিলেন না তথাপি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে কাদিয়ানের বেহেশতী মকবেরায় সাহাবীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে দাফনের অনুমতি দিয়েছেন। **(তারিখে আহমদীয়াত, ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ২১১)**

তার দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো- 'আসহাবে আহমদ' বইতে লেখা আছে, শেঠ মুহাম্মদ গওস গত ৪২ বছরে সেই প্রথম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যার জানাযা আজ ঠিক সেই জায়গায় এবং সেখানে পড়া হচ্ছে যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র দেহ রাখা হয়েছিল। তখন হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি সাহেব একটি টুল বা চেয়ারে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে এর সাক্ষ্যও দিয়েছিলেন। **{আসহাবে আহমদ (আ.), ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৮-২৬৯, সীরাত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়নী (রা.)}**

আমাতুল হাই সাহেবার বিয়ের সময় তার পিতা উপস্থিত ছিলেন তা সত্ত্বেও তার পিতার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) স্বয়ং তার ওলী হন এবং তার বিয়ে পড়ান। বিয়ের খুতবায় তিনি (রা.) বলেন, এখন আমি শেঠ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা আমাতুল হাইয়ের বিয়ের এলান করছি যা খান সাহেব ডাঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের নিকটাত্মীয় বরং সম্ভবত ভাতিজা মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবের সাথে নির্ধারিত হয়েছে। এই বিয়েতেও শেঠ সাহেব নিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সামাজিক বিভিন্ন পার্থক্যের কারণে আমি তাকে লিখতাম, আত্মীয়তা হায়দারাবাদেই করুন কিন্তু তার বাসনা ছিল, কাদিয়ান বা পাঞ্জাবে বিয়ে দেয়ার যেন কাদিয়ান আসার আরেকটি প্রেরণা তার হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব কর্নাল জেলার অধিবাসী যা দিল্লির পাশে অবস্থিত কিন্তু হায়দ্রাবাদের তুলনায় কাদিয়ানের অনেক নিকটবর্তী। শেঠ সাহেবের পরিবার একটি নিষ্ঠাবান পরিবার। তাদের মহিলাদের আমাদের বংশের মহিলাদের সাথে, তাদের মেয়েদের আমার মেয়েদের সাথে এবং তার ও তার ছেলেদের সাথে আমার এমন নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যেন সবাই একই পরিবারের সদস্য। আমাদের সাথে তার এবং তার সাথে আমাদের এক অকৃত্রিম সম্পর্ক রয়েছে। আর পরস্পরের আনন্দ বেদনাকে আমরা সেভাবে অনুভব করি, যেভাবে নিজের পরিবারের আনন্দ বেদনাকে অনুভব করি। তার মেয়ে আমাতুল হাই–এর বিয়ে কর্নাল জেলার লাডোয়া নিবাসী আব্দুল আযীয সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবের সাথে এক হাজার রূপী দেন মোহরে নির্ধারিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, শেঠ সাহেব মেয়ের পক্ষ থেকে আমাকে ওলী নিযুক্ত করেছেন। **{খুতবাতে মাহমুদ (খুতবাতে নিকাহ্), তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩}**

আমাতুল হাই সাহেবা নামায ও রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন, দোয়াগো ছিলেন, খিলাফতের প্রতি পরম অনুগতা ও গভীর নিষ্ঠা রাখতেন। আমার সাথেও সাক্ষাৎ করতে আসতেন। যদিও একান্ত বয়বৃদ্ধা ছিলেন, কিন্তু এখানে আসতেন এবং গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেন। তিনি খুবই পুণ্যবতী ও সৎকর্মপরায়ন মহিলা ছিলেন। তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং অসংখ্য পৌত্র-পৌত্রি ও দৌহিত্র-দৈহিত্রী রেখে গেছেন। তিনি (জার্মানির) মুহাম্মদ ইদ্রিস হায়দ্রাবাদী সাহেবের মাতা ছিলেন। তার এক পৌত্র মুসাওয়ের সাহেবও এখানে থাকেন এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ায় কাজ করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার পরবর্তী প্রজন্মকেও খিলাফতের সাথে সত্যিকার ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)